unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

বাঁশ-বেত শিল্প

বুননের জাদু

“সংস্কৃতি হৃদয় ও আত্মাকে প্রসারিত করে।
- জওহরলাল নেহরু

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

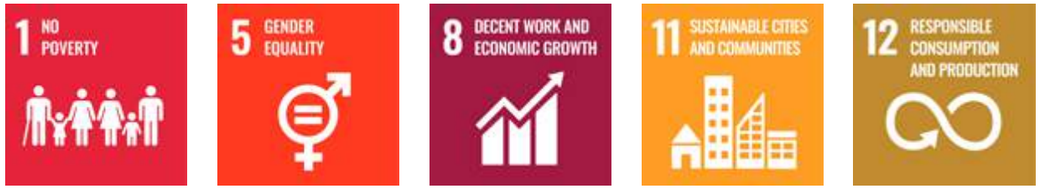

বাঁশ-বেত শিল্প

বাঁশ-বেতের কাজ ভারতের এক প্রাচীন হস্তশিল্প। আদিবাসী মানুষরা নিজেদের স্থানীয় ঐতিহ্য, প্রয়োজন ও কৌশল অনুযায়ী বহুকাল ধরে বিশেষ ধরনের নানা চুবরি, ঝাঁপি, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে আসছেন। বাংলার হস্তশিল্পীরা নিত্য ব্যবহারের জন্য বাঁশের একটা কুলো-চালুনি জাতীয় পাত্র তৈরি করেন যা রোজকার কাজ ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। নানা ধরনের ঝাঁপি-ঝুড়ি, হাত পাখা, কুলো ইত্যাদি তৈরির পর তার ওপর নানা মঙ্গলচিহ্ন এঁকে ব্যবহার করা হয় বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে। হস্তশিল্পীরা এখন ল্যাম্প শেড, কোস্টার-এর মতো নানা বৈচিত্রময় পণ্যও তৈরি করছেন। উত্তর দিনাজপুর, মালদার হস্তশিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলি ছাড়াও নানা কাজের জিনিস, ঘর সাজানোর জিনিস এবং অলংকারও তৈরি করেন।

হস্তশিল্প কেন্দ্রগুলি

বাঁশ-বেতের কাজের ঐতিহ্য ছড়িয়ে রয়েছে নানা জেলায়। উত্তর দিনাজপুর এবং মালদার শিল্পীদের কাজের দক্ষতা বেশি। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঊষাহরণের শিল্পীরা তৈরি করেন বাঁশের মুখোশ। উত্তর দিনাজপুরের পরিচিত কেন্দ্র হল ভালুকডাঙা ও সুভাষগঞ্জ, অন্যদিকে মালদার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল মজলিসবাগ এবং সরকারপাড়া। মজলিসবাগে গড়ে উঠেছে একটি Sfurti ক্লাস্টার। Sfurti স্কিমের আওতায় গাজোলের মজলিসবাগে একটি লোকশিল্প কেন্দ্র এবং কমিউনিটি মিউজিয়ামও তৈরি হয়েছে। বীরভূমের দীঘিডাঙাও একটি ছোটো এবং ব্যস্ত ক্লাস্টার। বাঁশ শিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও। কালিম্পঙের আলগোড়ার শিল্পীরা খুব দক্ষ এবং তারা নানা ধরনের ব্যবহার্য জিনিস বানান। পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের হস্তশিল্পীরা কুলো, চালুনি, ঝাঁপি, ঝুড়ি, চুবরির মতো নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করেন।

শিল্পীর সংখ্যা

মালদা	৯৬৪
উত্তর দিনাজপুর	১১৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	৭২
বীরভূম	২৩৯
পূর্ব বর্ধমান	১৭৬
পশ্চিম বর্ধমান	৬৬
পুরুলিয়া	১০৫৭
কালিম্পং	২০

প্রক্রিয়া

১) কাটা এবং ভেজানো - বাঁশ প্রয়োজন অনুযায়ী নানা সাইজে কেটে প্রায় তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। শিল্পীরা ব্যবহার করেন মাকলা বাঁশ, জেওঠা বাঁশ, চিকন বাঁশ, ভালুকা বাঁশ ইত্যাদি নানা ধরনের বাঁশ। মাকলা এবং চিকন বাঁশ থেকে লম্বা ফালি বার করা যায় বলে তা চুবরি, ঝাঁপি ইত্যাদি বানানোর কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে করাত দিয়ে বাঁশটি কেটে নেওয়া হয়, একাজে নানা ধরনের ছেনিও ব্যবহার করা হয়। তারপর রেদা (Awls) দিয়ে তৈরি করা হয় ছোটো ছোটো গর্ত। পাতলা ফালি করার জন্য ব্যবহার করা হয় ধারালো ছুরি। ফালির ধারগুলি কাটার জন্য লাগে কাঁচি।

২) শুকানো এবং আকার দেওয়া - বাঁশের টুকরোগুলি রোদে শুকিয়ে এবং ফালি করে প্রয়োজন অনুযায়ী আকার এবং সাইজ করা হয়।

৩) রং ও ডাই করা - সাইজ, রং এবং বোনার ধরন বদলে নানা ধরনের প্যাটার্ন করা যেতে পারে। নানা রঙের এফেক্ট আনার জন্য কারিগররা প্রথমে দুবার ডাই করে নেয়। তারপর তা একসঙ্গে বুনে বহু প্যাটার্ন তৈরি করেন।

৪) বোনা - ফালিগুলি সাধারণত পাতলা করা হয়। সেগুলিকে গাদা করে রাখা, চেরা এবং বোনার সুবিধার জন্য। বেঁকানোর সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয় ছোটো হাতুড়ি। শিরীষ কাগজ দিয়ে পণ্যগুলিকে পালিশ করা হয়। জোড়া লাগানোর কাজে কখনও আঠা বা অ্যাডেসিভ ব্যবহার করা হয়।

শিল্পী সম্প্রদায়

শিল্পীদের বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমানের হস্তশিল্পীরা ব্যাধ, মাহালী সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের হস্তশিল্পীরা রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক। মালদার বেশিরভাগ শিল্পী মাহালী সম্প্রদায় থেকে আসেন এবং তাদের এক তৃতীয়াংশ খ্রিস্টান। পুরুলিয়াতে তারা আসেন কুরমালি সম্প্রদায় থেকে।

মালদার মসজিদবাগের বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন শ্রীনাথ টুডু, জটিল টুডু, যতীন টুডু, মানিক রবিদাস। মেয়েরাও একাজে সমান ভুমিকা নেন। মজলিসবাগের বন্দনা দাস, সুজাতা মন্ডলের মতো শিল্পীরা এই হস্তশিল্পে দক্ষতা দেখিয়েছেন। সরকারপাড়ার মনোরঞ্জন মন্ডল গিয়েছেন ফ্রান্সে। রায়গঞ্জে নেতৃস্থানীয় মিনতি দাস, গোরী দে, বীণা দাস, রেখা দাস, লক্ষ্মীরাণী দাস, সান্ত্বনা দাস, প্রতিমা দাস।

বীরভূমের দীঘিডাঙার বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন, বৈদ্যনাথ হাঁসদা, রাজেন হেমব্রম। পূর্ব বর্ধমানের দাসপাড়া একটা পরিচিত ক্লাস্টার, সেখানে অজিত দাস, পূর্ণ চন্দ্র দাস, সুভাষ দাসের মতো গুণী শিল্পীরা রয়েছেন। কালিম্পঙের লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। আনন্দ লেপচা একজন গুণী হস্তশিল্পী।

শিল্পীবৃন্দ

মালদা	
শ্রীনাথ টুডু	9064766615
যতীন টুডু	7602126100
সুজাতা মন্ডল	7501121068
মনোরঞ্জন মন্ডল	9733457947
উত্তর দিনাজপুর	
মিনতি দাস	9614557745
লক্ষ্মী দাস	9917900141
জয়ন্তী দাস	7908838848
দক্ষিণ দিনাজপুর	
গোষ্ঠ বৈশ্য	7407149148
পল্টু বৈশ্য	7098201104
গৌতম বৈশ্য	9733362566
শান্তি বৈশ্য	9593078835
বীরভূম	
বৈদ্যনাথ হাঁসদা	8617535834
রাজেন হেমব্রম	6297871157
পূর্ব বর্ধমান	
অজিত দাস	9593519521
পূর্ণ চন্দ্র দাস	9091695934
কালিম্পঙ	
আনন্দ লেপচা	7076753185

বাঁশ-বেত শিল্প সামগ্রী

ঐতিহ্যবাহী বাঁশ-বেতের সামগ্রীগুলি ঐতিহ্যগতভাবে রোজকার ব্যবহারের পাশাপাশি আচার অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয়। তৈরির পর সেগুলির ওপর নানা মঙ্গলচিহ্ন এঁকে বিয়ে ও অন্যান্য উৎসবে ব্যবহার করা হয়। হাতপাখা এবং কুলোর মতো সাধারণ কাজগুলি ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর একটা অংশ। বিভিন্ন জেলার বেশিরভাগ শিল্পীরা মূলত ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলি তৈরি করেন। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন সামগ্রীও তৈরি করছেন তারা। শিল্পীরা বেশিরভাগ বাঁশই আনেন মূলত মালদা এবং উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা থেকে।

ঝুড়ি/বাক্স

বৈচিত্র্যময় পণ্য — সমসাময়িক পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, ল্যাম্পশেড এবং লণ্ঠন, বোকে, ফুলদানি, ছাইদানি, ফলের ঝুড়ি, কোস্টার, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদির মতো ঘর সাজানোর জিনিসগুলি। উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান এবং মালদার শিল্পীরা এই জিনিসগুলি বানাতে দক্ষ। উত্তর দিনাজপুরের সুভাষগঞ্জ এবং মালদার গাজোলে ল্যাম্পশেড, রঙিন বাক্স, গয়নার বাক্স, চুড়ি ও অলংকারের বাক্স ইত্যাদি তৈরি হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঊষাহরণে তৈরি হয় আসবাবপত্র। ভালুকা এবং জেওঠা বাঁশ মজবুত বলে ঊষাহরণের শিল্পীরা তা দিয়ে সোফা, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করেন।

কন্টেনার/পাত্র

পরিবেশনের ট্রে

কন্টেনার/পাত্র

কন্টেনার/পাত্র

ফুল/ফলের ঝুড়ি

ল্যাম্প শেড

অলংকার

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

www.facebook.com/RuralCraftandCulturalHubs

www.facebook.com/NaturallyBengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal